

ফিড দ্যা ফিউচার বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার অ্যাক্টিভিটি

অধিবেশন-৩: পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা



পোনা মজুদের পরে পুকুরে ২-৩ মাস পরপর প্রতি শতাংশে ২৫০-৩০০ গ্রাম হারে পোড়া চুন প্রয়োগ করুন।

পুকুরে প্রতি সপ্তাহে প্রতি শতাংশ জলাশয়ে কম্পোস্ট ০.৫-১ কেজি, ইউরিয়া ৫০-৭৫ গ্রাম এবং টিএসপি ৫০-৭৫ গ্রাম প্রয়োগ করুন।



মাছ চাষে পানির গুণাগুণের আদর্শ মাত্রা	
স্বচ্ছতা	১০-১২ ইঞ্চি
পিএইচ	৭.০-৮.৫
তাপমাত্রা	২৮°-৩০° সে.
দ্রবীভূত অক্সিজেন	৫-৮ মি.গ্রা./লি
অ্যামোনিয়া	০.০২৫ মি.গ্রা./লি
পানির গভীরতা	৪-৫ ফুট

মাছ চাষকালীন সময়ে পুকুরের পানির গুণগত মান ১৫ দিন অন্তর পরীক্ষা করুন এবং আদর্শ মাত্রা বজায় রাখুন।

পুকুরের তলদেশের ক্ষতিকর গ্যাস দূর করতে প্রতি সপ্তাহে ১-২ দিন পরপর পুকুরে হররা টানুন। পুকুরে প্রয়োগকৃত খাদ্যের অপচয় বেশি হলে বা শীতকালে পুকুরে পানি স্বল্পতার কারণে পুকুরের তলদেশে ক্ষতিকর গ্যাস জমা হয়।



ব্যবহারিক-৪

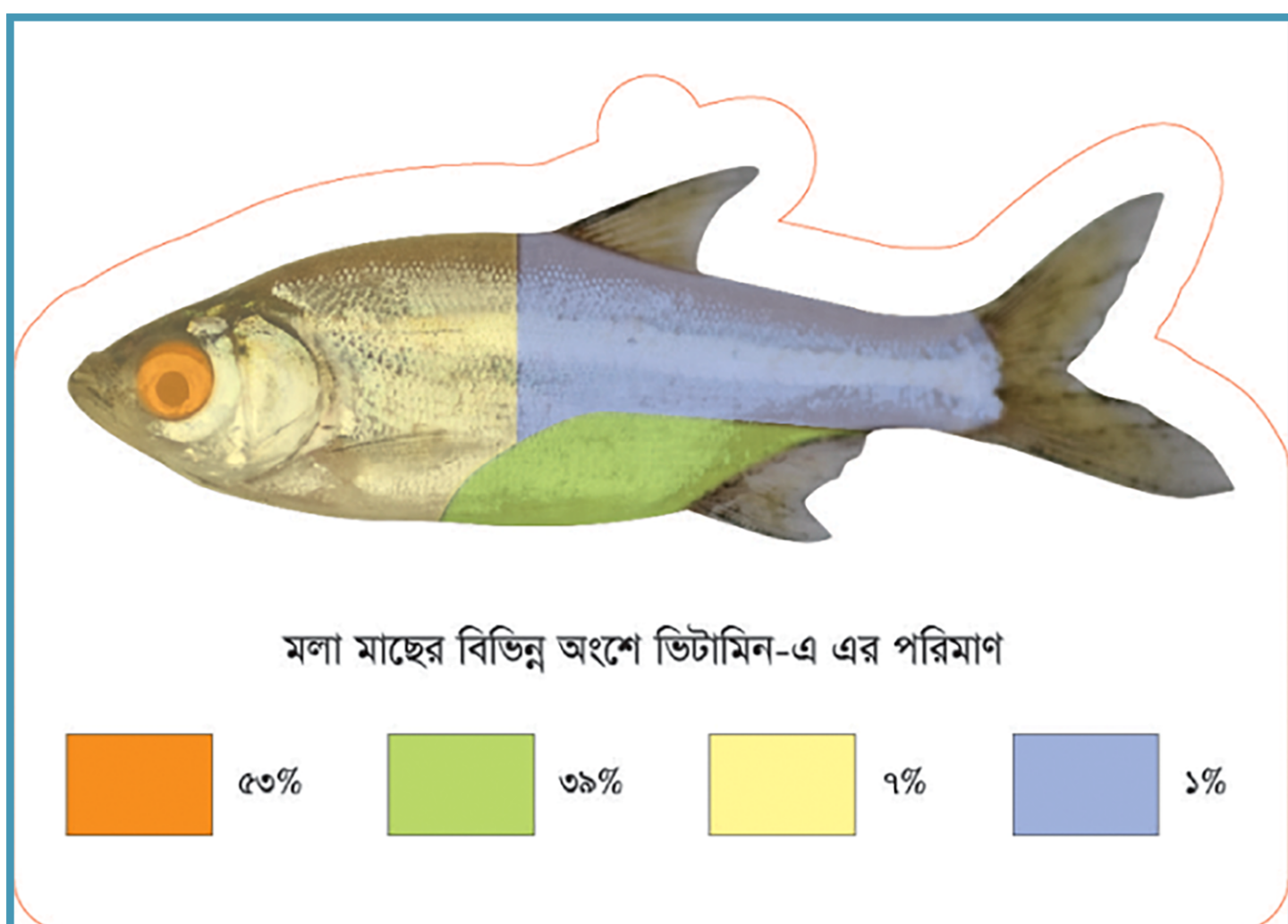


মাসে ১-২ বার মাছের নমুনা গ্রহণ করুন এবং নমুনা গ্রহণের মাধ্যমে মাছের বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রোগ নির্ণয় এবং মাছের খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করুন।

মলা ও অন্যান্য মাছ পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মেটাতে এবং মাঝে মাঝে বিক্রয়ের জন্য আংশিক আহরণ করুন। আহরণকৃত মাছের চেয়ে ১০-১৫% বেশি পোনা মাছ পুনঃমজুদ করুন।



মলা মাছের পুষ্টিগুণ এবং রান্না



মলা মাছের সমগ্র দেহের তুলনায় এর চোখে ৫৩%, পেটের অংশে ৩৯%, মাঝ বরাবর ৯% এবং লেজের উপরের অংশে ১% ভিটামিন-এ থাকে।

পরিবারের সকলের জন্য বিশেষ করে শিশু ও নারীদের মাথাসহ মলা মাছ রান্না করে এবং পাটায় পিষে খিচুড়ি তৈরি করে খেতে দিন।



পরামর্শ: ক) বসতবাড়ির পুকুর হতে মলা মাছ সপ্তাহে ৩ থেকে ৪ দিন গিলনেট দিয়ে ধরে খান।

খ) বসতবাড়ির পুকুর পরিবারের সদস্যদের জন্য আমিষের আধার হিসেবে তৈরি করুন।